South Kolkata PHOTOGENIC নিউজ

সংখ্যা ৩
ডিসেম্বর ২০২১

ফটো অ্যালবাম
খবরের ফেরিওয়ালা
জীবন ও মৃত্যু
শাপমোচন

ইজেল ২০২১
প্রদর্শনীর খবর
ক্লাবের খবর

কন্টেস্ট গ্যালারি ফেসবুক

এসকেপি আন্তর্জাতিক স্যালোর
পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
রঙের আবেদন

ফোটোজেনিক নিউজ টিম

সম্পাদক
অশোক সমাদ্দার

সদস্য
ডঃ মানস চক্রবর্তী
সোমনাথ দে
অরুনিমা চট্টোপাধ্যায়
রাজর্ষি সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ
সুরজিৎ রায় চৌধুরি

উৎসবের রেশ ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসতেই শীতের আভাস এসে গেল। ভোরের আলোয় সেই তীব্রতা আর নেই। সারাদিন ধরেই দিগন্তের দিকে হেলে থাকা আলোয় চারপাশ বদলে যাচ্ছে। এখন প্রায় সারাদিন ধরেই ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়ার সময়। কখনো একা , কখনো বা দলে দলে ভাগ হয়ে সবাই ছড়িয়ে যাচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। এরই মধ্যে সাউথ কলকাতা ফোটোজেনিকের সদস্যরা মেতে উঠেছিলেন তাদের নিজের নিজের ছবি নিয়ে ষষ্ঠ আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে। নভেম্বরের ১৯ থেকে ২১- এই তিনদিন ধরে কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে অনুষ্ঠিত হল ইজেল ২০২১। দশটি বিষয়কে ধরে এক গুচ্ছ ছবির সিরিজ দেখালেন সদস্যরা। বাকীরা দেখালেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর তোলা তাদের ছবি। সমস্ত ছবি সদস্যরাই অপটু হাতে বাঁধিয়ে তুললেন। ত্রুটি থেকে গেলে কিছু, কিন্তু একটা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকারও তৈরী হল, যা এই দুবছর ধরে চলা সামাজিক দূরত্বের ধারণাকে ভেঙে দিয়ে গেল অনায়াসে।

স্যাঁলো ফোটোগ্রাফিতে সদস্যরা ইতিমধ্যেই তাদের দক্ষতা দেখিয়েছেন। এবারে প্রথাগত ছবির বাইরের জগতে তাদের পা রাখা শুরু হল। অনেক ছবি মিলে একটা গল্প, একটা ভাবনা তৈরী করা যায়। সেই ভাবনা দর্শকরা গ্রহণ করলেন, প্রশংসা করলেন , আবার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। যখন ফোটোগ্রাফি সহ প্রায় সমস্ত কিছুই ক্রমশঃ ভার্চুয়াল জগতের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলছে, তখন সাউথ কলকাতা ফোটোজেনিক প্রকাশ্যে ছবির সম্ভার নিয়ে , নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসার কাজে একনিষ্ঠ প্রয়াস জারি রেখেছে- ২০১৬-র জন্মলগ্ন থেকে একটানা ছয়বার ।

ফোটোগ্রাফি শিক্ষণের তৃতীয় ব্যাচের ক্লাস এবারে শেষের দিকে। ফলে পরের ব্যাচের প্রস্তুতি শুরু। পাঠক্রমের ধাঁচ আরও আধুনিক হচ্ছে। ভাবনা চলছে ছবি সম্পাদনার বিষয়ে অনলাইনে ফোটোশপের পাঠক্রম শুরু করার। নিয়মিত ক্লাব ডে শুরু হচ্ছে ডিসেম্বর মাস থেকে। আগামী মে মাসে লাদাখে ফোটো ট্যুরের ভাবনা বাস্তবায়িত করার কাজ চলছে। আসতে চলেছে ২০২২ সালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক স্যাঁলো। ফলে এস.কে.পি. আবার পুরোদমে বাস্তবের মাটিতে কাজ শুরু করছে । ফোটোগ্রাফি চর্চার এক বাস্তব প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের এখন একের পর এক মাইলস্টোন পার হয়ে এগিয়ে চলার সময়। প্রকৃত উৎসাহীদের জন্য আমাদের দরজা সবসময় খোলা ছিল, এখনো আছে। শীতের আমেজ সবাই ভালো কাটান।

নতুন আলোয়, নতুন ছবির অপেক্ষায় রইলাম।

এই সংখ্যায় থাকছে

রঙের আবেদন	ডঃ মানস চক্রবর্তী	৩
ক্লাব নিউজ	রিপোর্টিং : সোমনাথ দে এবং অরুনিমা চট্টোপাধ্যায়	৭
ফোটো অ্যালবাম	শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, অর্পিতা ঘোষ, সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়	১০
পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি : এস কেপি ফেসবুক গ্রুপ	প্রথম এস কে পি আন্তর্জাতিক স্যাঁলো ২০২১	১৩
	ফোটো অফ দ্য উইক - অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১	১৮

সাউথ কলকাতা ফোটোজেনিক, এ/৫২,রামকৃষ্ণনগর, গড়িয়া, কলকাতা-৭০০১৫৩ থেকে প্রকাশিত এবং
অশোক সমাদ্দার, সাধারণ সম্পাদক, যোগাযোগ- ৯৬৭৪১২৪১৬৫ দ্বারা প্রচারিত
মেল : photogenic.garia@gmail.com ওয়েব সাইট : https://southkolkataphotogenic.com

প্রচ্ছদ নিবন্ধ :
রঙের আবেদন

ড: মানস চক্রবর্তী
এফিয়াপ, ই এফ আই পি

"প্রকৃতিতে আলো রঙ সৃষ্টি করে, ছবিতে রঙ সৃষ্টি করে আলো" ---- হ্যান্স হফম্যান।

একটি জনপ্রিয় প্রাচীন প্রবাদ --- যখনই আপনি আলো দেখবেন, সেখানে অবশ্যই কিছু রঙ থাকবে। প্রকৃতি রঙে পূর্ণ, সেটা আকাশে হোক, মহাসাগরে হোক, পাথর হোক বা গাছ। রঙ হল একটি উপলব্ধি যা ভায়োলেট (৩৮০ ন্যানোমিটার এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য) থেকে লাল (৭২০ ন্যানোমিটার এর দীর্ঘতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য) দৃশ্যমান বর্ণালীতে আলো দ্বারা সৃষ্টি হয়।

ভিজুয়াল আর্টের ইতিহাসে প্রাচীনতম রঙ হল লাল।লাইন, ত্রিভুজের সেই গুহাচিত্রগুলি ৭৫০০০ বছরের কম বয়সী ছিল না। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি রঙই ছিল পেইন্টিংয়ের প্রধান হাতিয়ার। উইলিয়াম হেনরি পারকিন ভুলবশত প্রথম সিন্থেটিক রঙ, মভিন আবিষ্কার করেন এবং তারপর থেকে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার শুরু হয়।

১৮৩৯ সালে, যখন প্রথমবারের মতো ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়, তখন মানুষের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না কিন্তু এই বিস্ময় শীঘ্রই হতাশার ছায়ার সাথে মিশতে শুরু করেছিল কারন মানুষ এমন পদ্ধতি আশা করতে শুরু করে যা একটি দৃশ্যের সমস্ত দিক তার রং দিয়ে ধরতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে কেবল ফর্ম বা শেপ নয়, তার রঙ সঠিকভাবে ধরার একটি উপায় অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল।

আজ, ডিজিটাল যুগে, রঙিন ফটোগ্রাফিকে খুব স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। প্রকৃতির সম্পুর্ন রঙিন ছবি তোলা এখন এতো সহজ যে কিভাবে এই দুরূহ কাজটি বিজ্ঞানের হাত ধরে আমাদের কাছে এলো তা নিয়ে ভাবিই না। যেন এমনটাই তো হবার কথা ছিল। রঙিন ফটোগ্রাফির একটি সস্তা এবং সহজ প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান আসলে 'হলি গ্রেইল' -এর অনুসন্ধান। অনেক দীর্ঘ এবং কঠিন অনুসন্ধান, অনেক ভুল পথের শেষে সেই আলোর বৃত্তে পৌঁছনো।

রঙ কি?
রঙের সংজ্ঞায় সমস্ত অভিধানগত ব্যাখ্যা সরিয়ে রেখে আমরা সহজেই হল্টজশিউ -এর বক্তব্যটি নিতে পারি, "এটি উদ্দীপক, শান্ত, অভিব্যক্তিপূর্ণ, বিরক্তিকর(কখনো সখনো), ছাপ রেখে যাওয়া, সাংস্কৃতিক, উচ্ছল এক প্রতীকী যা দৈনন্দিন জীবন ও জিনিস কে সৌন্দর্য এবং নাটকীয়তা দেয় "

রঙ, বিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী উপহার বা হাতিয়ার, একটি চাক্ষুষ উপলব্ধি, মস্তিষ্কের ব্যাখ্যা এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বা সবুজ স্পষ্টভাবে রঙের সম্পর্ক ও প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে দেখায়।

আমাদের রেটিনায় RGB সংবেদনশীল Cone কোষ দ্বারা রঙের দৃশ্যগত উপলব্ধি এবং এর মস্তিষ্কের বিশ্লেষন সম্পূর্ণরূপে একটি জটিল বিজ্ঞান কিন্তু ভিজুয়াল আর্টে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশ এবং প্রভাব বহু কিছুর উপর নির্ভরশীল যা কিনা শিল্প চর্চার উপাদান।

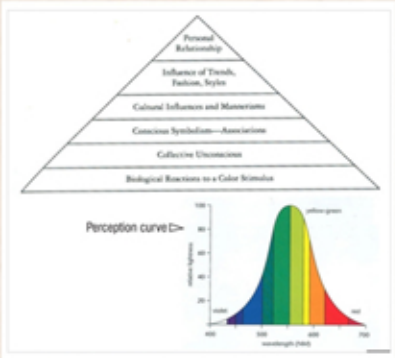

প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতা, আবেগ এবং রঙের অর্থ হল ফটোগ্রাফিসহ ভিজ্যু-য়াল আর্টে ব্যবহৃত মৌলিক ত্রিকোণ। স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক পটভূমি সবই রঙের ব্যঞ্জনাকে প্রভাবিত করে,আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে এবং এই প্রভাব অবশ্যই ব্যক্তিভেদে পরিবর্তিত হয়। বর্ণান্ধ ব্যক্তি ছাড়া কোনো রঙ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূত হবে না কিন্তু রঙের ব্যঞ্জনা, তাৎপর্য ও অর্থ নানারকম হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে।

রঙের আবেদন

রঙিন ফটোগ্রাফিতে, রঙের অর্থ, তার সহজাত অর্থ ছাড়াও মূলত সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত পটভূমির উপর নির্ভর করে। সমষ্টিগত অজ্ঞানতা [collective subconsciousness (যেমন আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমাদের রঙিন জগতকে উপলব্ধি করি)], সচেতন প্রতীকবাদ [conscious symbolism (আকাশের নীল শান্ত এবং শান্তির প্রতীক, সবুজ প্রকৃতির রূপক।)], সাংস্কৃতিক ধারা [cultural mannerism (প্রাচ্যে লাল রঙ কে বিশুদ্ধতা সৌভাগ্য, আনন্দের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হলেও পশ্চিমের দেশে লাল রঙ কেই ক্রোধ, আগ্রাসনের প্রকাশ ভাবা হয়)] এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ (কোনো রঙ আমার খুব প্রিয়, দেখা গেল আপনি সেই রংটাই একেবারে পছন্দ করেন না) ।

ভিজ্যুয়াল আর্ট দেখার সময় (এখানে আমরা ফটোগ্রাফিক ইমেজের কথাই বলি), রঙগুলি দর্শকের মনের সাথে কেবল তার হিউ এবং স্যাচুরেশনের মাধ্যমে নয় বরং অন্যান্য সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী দিয়েও যোগাযোগ স্থাপন করে। বিশিষ্ট রঙের মনোবিজ্ঞানী রর্সচ্যাক বলেছেন, রঙ আবেগকে উৎসারিত করে এবং রঙের প্রতি আরও সংবেদনশীল আচরণ একটি বৃহত্তর মানসিক বিস্তার ও পথ নির্দেশ করে। শিল্পে রঙ এবং আবেগের মধ্যে সমতুল্যতা দেখিয়েছেন বিজ্ঞানী ও শিল্পী জুং। রঙ যে শুধুমাত্র দৃষ্টি আবেদন তৈরি করে তাই নয়, রঙ গন্ধ এবং স্বাদের আভাস দিতে পারে, কোনো বস্তু ভারী না হা-লকা--তা বোঝাতে পারে, কাছে বা দূরের অবস্থানের দিশাও দেখতে পারে রঙ। শুধু এটুকুও নয়, রঙ শব্দ, আয়তন এবং তাপমাত্রাও বোঝাতে পারে।

সব কিছু মিলিয়ে পরিবেশের প্রাকৃতিক নকশা বোঝার এবং ব্যাখ্যা করার জন্য রঙ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একটি ছবি দেখা বা যেকোনো কিছু যেখানে রঙের ব্যবহার আছে, রঙ সবসময়ই দর্শকের সাথে সার্বিক ও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলে। হালকা, ফ্যাকাশে, শীতল রঙ বাড়তি আয়তন, কম ঘন, কম তাপমাত্রা এবং কম কোলাহলপূর্ণ পরিবেশের অনুভূতি দেয় কিন্তু ঘন, অত্যন্ত গাঢ় উষ্ণ রং ঠিক বিপরীত ভাবনা জাগায়।

রঙ শব্দ (melody) এবং আওয়াজেরও (noise) উপলব্ধি দেয়। ইনস্টিটিউট অফ কালার সাইকোলজি এর পরিচালক হেনরিক ফ্রিইলিং তার গবেষণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রঙের সাথে বিভিন্ন শব্দ/আওয়াজ এর সম্পর্কের যোগসূত্র দেখান।

যেমন:-
লাল: জোরে, ট্রাম্পেট
গোলাপী: নরম, সূক্ষ্ম
হলুদ: Shrill, Major Key
সবুজ: Muffled (যখন বিবর্ণ), shrill (যখন ঘন-সম্পৃক্ত)
নীল: দূর, বেহালা থেকে বাঁশি

রঙ শুধু বর্ণ চেনায় না, স্বাদ-গন্ধের ও হদিশ দিতে পারে।হালকা গোলাপী, ল্যাভেন্ডার, হালকা সবুজ ইত্যাদি রঙ কিন্তু আমাদের গন্ধ এবং প্রবাল, পীচ, হালকা হলুদ ইত্যাদি রঙ কিন্তু দিব্যি স্বাদের অনুভূতি ও এনে দিতে পারে। ফ্যাশন দুনিয়ার ও ফুড ফটোগ্রাফির বিজ্ঞাপন এর ছবি দেখলেই বোঝা যায় বিষয়টা।

রঙের আবেদন

ফ্রিইলিংয়ের অধীনে রঙ মনোবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট রঙের সাথে স্বাদ ও গন্ধের সম্পর্ক নিয়ে একটি তালিকা বার করেছে:

লাল: মিষ্টি, শক্তিশালী
গোলাপী: মিষ্টি, হালকা
হলুদ: টক
সবুজ: টক, সরস
নীল: গন্ধহীন

রঙ স্পর্শের অনুভূতিও দিতে পারে।
লাল দৃঢ় এবং শক্ত, হলুদ মসৃণ এবং হালকা, বেগুনি একটি মখমলী ভাব বোঝাতে পারে ।

ভিজ্যুয়াল আর্ট এবং ফটোগ্রাফিতে, বিভিন্ন রঙের আলাদা আলাদা মানে ও ব্যবহার রয়েছে।
লাল ... সম্ভবত প্রকৃতির সবচেয়ে প্রভাবশালী, আকর্ষণীয় ও গতিশীল রঙ। ভালবাসা, শক্তি, আবেগ, কার্যকারী-তা, উদ্দীপনা, উত্তেজনা হলো লালের ইতিবাচক দিক লালের উল্টো দিকে যেখানে নেতিবাচক যোগসূত্র যেমন আগ্রাসন, উগ্রতা, রক্ত, বিপদ ইত্যাদি। ভারত, নেপাল এবং জাপানে লাল হল কনের বিবাহের পোশাকের সাধারণ রঙ যা কিনা সুখ এবং সৌভাগ্যের প্রতীক ।লক্ষণীয়ভাবে লালের উগ্রতা তথা ব্যঞ্জনা কোমল হয়ে যায় যখন গোলাপী হয়ে গেলে।

কমলা ... কমলা হল আনন্দদায়ক, প্রাণবন্ত, বিদায়ী, বহির্মুখী - কিন্তু এটি রুক্ষ বা সংবেদনশীল দুইই হতে পারে।এটি শরতের প্রতীক। বাদামী হল একটি গাঢ় কমলা যা আরাম এবং নিরাপত্তার দিকটা মনে আনে, উজ্জ্বল কমলা অনেক আবেদনময় (spicy) কিন্তু হালকা কমলা শান্ত এবং সুস্বাস্থ্য কে নির্দেশ করে।

নীল .... নীল একটি আরামদায়ক এবং শান্ত ভাবের রঙ।
এর ইতিবাচক দিক হল শান্তি, স্বস্তি, শান্তি, পরিচ্ছন্নতা, আধ্যাত্মিকতা, শীতলতা এবং অনন্ত অনুভব কিন্তু নেতিবাচক দিকগুলি ভীতিজনক, হতাশাজনক এবং শীতল।
নীল বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে - ইংরেজিতে 'feel blue' মানে নিজেকে কম মনে করা এবং জার্মান ভাষায় মাতাল হওয়া। বেলজিয়ামে শিশু কন্যার সাথে নীল রং জড়িত যেটা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

হলুদ .....হলুদই আমাদের চোখ কে সবথেকে বেশি টানে, সে কারণেই এটি দর্শকদেরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটি প্রফুলতা এবং সুখের রঙ।

রঙের আবেদন

সবুজ ... প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের বিশ্ব-প্রতীক।
আয়ারল্যান্ডে সবুজ রঙ কে ভাগ্যর প্রতীক ধরা হয়। মুসলিমদের কাছে সবুজ পবিত্র রঙ।

বিষ, অসুস্থতা ইত্যাদির সাথে এর নেতিবাচক যোগসূত্র। রঙ মনোবিজ্ঞানীর একটি খুব আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ হল যে নিরপেক্ষ সবুজ শান্তির প্রতীক কিন্তু যখন এটি ধীরে ধীরে হলুদে মিশে যায়, অবশেষে এটি নীল হয়ে যাওয়ার আগে উদ্দীপক হয়ে ওঠে।

আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা কালো র (black) কথা না বলি (যা সংজ্ঞা অনুসারে কোনো রঙ নয় কিন্তু পেইন্টিং বা ফটোগ্রাফিতে স্থায়ী আসন নিশ্চিত করে নিয়েছে)। কালোর একটি প্রামাণিক অনুভূতি আছে, নাটকীয় বৈসাদৃশ্য তৈরি করে, আয়তন, আকার বুঝতে সাহায্য করে(দ্বি মাত্রা বা ত্রি মাত্রা--যাই হোক না কেন), সাধারণ ভাবে কালোর একটা কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা আছে কিন্তু পাশাপাশি বিষাদ, দুঃখ, দারিদ্র ---এসবের ও প্রকাশ পায় কালোর মধ্যে দিয়ে।পাশ্চত্যে মৃত্যুর অনুভব নিয়ে আসে কালো।

রঙ নিজেই এমন একটি গতিমান ভাষা ও সংস্কৃতি যা ব্যবহারিকতা এবং আবেগ নিয়ে দৃশ্যমান শিল্পের সাথে একটি গভীর শিকড়ের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে সেই সভ্যতার আদি পর্ব থেকে। ভিজুয়াল আর্ট এবং ফটোগ্রাফি সেই সংস্কৃতিরই ধারা বহন করে চলেছে সময় এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে সাথে এক যুগ থেকে অন্য আর এক যুগে এর অর্থ এবং সংযোগ হয় অপরিবর্তিত রেখে বা পরিবর্তিত হয়ে।

ফটোআউটিং

ডিজিটাল ফটোগ্রাফিতে আমাদের ক্লাবের ৩য় বেসিক কোর্সে শিক্ষার্থীদের জন্য ফটোআউটিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পূজার ছুটির সময়, স্ট্রিট ফটোগ্রাফিতে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ২৪শে অক্টোবর ক্লাবের দ্বারা নির্ধারিত কোর্স ফটোআউটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। ফটোওয়াকটি মল্লিক ঘাট থেকে জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তি অঞ্চলে হয়।

এছাড়াও ক্লাবের পক্ষ থেকে আরো দুটি ফটোওয়াকের আয়োজন করা হয়। একটি অক্টোবরের ১০ তারিখে (পঞ্চমী) এবং অন্যটি ১২ অক্টোবর (সপ্তমী) তারিখে। সেই আউটিংগুলিতে কিছু ছাত্ররাও সদস্যদের সাথে আউটিং-এ যোগ দেয়, যদিও এটি কোর্সের কর্মসূচির অংশ ছিল না।পূজোর সময় আউটিং থাকায় ইভেন্ট ফটোগ্রাফির পাশাপাশি পুজোর সময়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের মুডগুলি উপভোগ করা এবং ছবি তোলার একটি খুব ভালো সুযোগ ছিল। অক্টোবরের ১০ তারিখে, এস কে পি টিম উত্তর কলকাতার গলি এবং আশেপাশে ছবি তোলে এবং ১২ই অক্টোবর, বাবুঘাট থেকে নদীর তীরবর্তি অঞ্চল ধরে পায়ে হেঁটে ছবি তোলে। আমাদের মাননীয় সম্পাদক শ্রী অশোক সমাদ্দার সমগ্র আউটিংটি নেতৃত্বে দেন । আমাদের সম্মানীয় সদস্য এবং পরামর্শদাতা শ্রী সনৎ কুমার দাস ছাত্রছাত্রীদের ছবি তোলার বিষয়ে তার মূল্যবান পরামর্শ দেন ।

বেসিক কোর্স

৩১শে অক্টোবর দুর্গাপূজার জন্য দুসপ্তাহ বিরতির পরে ক্লাস আবার শুরু করা হয় জয়দীপ মিত্রের ফটো স্টোরি এবং ফটো সাংবাদিকতা ক্লাস দিয়ে। পরবর্তী ক্লাসটি ৭ই নভেম্বর ফটো ট্রাভেলের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়, যেটি বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার শ্রী সুব্রত বাইস্যাক নেন। ১৪ ই নভেম্বরের নির্ধারিত পরবর্তী ক্লাসটি ছিল মাননীয় সিনিয়র ফটোগ্রাফার শ্রী স্বপন মুখার্জির । উনি ম্যাক্রো ফটোগ্রাফির ওপর একটি ক্লাস নেন। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহের ক্লাস নেন অর্পিতা ঘোষ ইভেন্ট ফটোগ্রাফি সম্পর্কে, যিনি এস কে পির একজন সদস্য ও ইভেন্ট ফটোগ্রাফার। এই বছরের কোর্সে অন্তর্ভূক্ত এটি একটি নতুন বিষয়।

বিজয়া সম্মেলনী

প্রথাগত ভাবে, এ বছর ও এস কে পি বিজয়া সম্মেলনী উদযাপন করে। সকল সদস্যরা একত্রিত হয় এবং মিষ্টিমুখ এবং জলখাবার এর সাথে এই দিনটি পালন করা হয়। প্রদর্শনী পরিকল্পনা সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনাও হয়। এস কে পির এই বছরের স্পন্সর ছিল মেডিটেক ফার্মা ওয়ার্ল্ড। এই উপলক্ষে, মেডিটেক ফার্মা ওয়ার্ল্ডের ডিরেক্টর শ্রীমতী সুস্মিতা দত্ত মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মানস চক্রবর্তীর হাতে ইজেল ২০২১ প্রদর্শনীর স্পন্সরশিপের চেক হস্তান্তর করেন।

ইজেল'২০২১ :৬ষ্ঠ বার্ষিক সদস্য প্রদর্শনী

'ইজেল', সদস্যদের বার্ষিক প্রদর্শনী হল বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত ইভেন্ট যা এস কে পির সদস্যরা অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করে। কোভিড বিধিনিষেধ এবং নিয়মাবলী সত্ত্বেও, এস কে পি তার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেনি। বিগত বছরের মতো, এই বছরও প্রদর্শনীটি গ্যালারি গোল্ডে ১৯ নভেম্বর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছিল। সদস্য ও অতিথিদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্যানিটাইজেশনের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

এই বছর এস কে পি একক ছবি প্রদর্শনীর সাথে সাথে বেশ কয়েকটি সিরিজ প্রদর্শন ও অন্তর্ভুক্ত করে ছবি প্রদর্শনের একটি নতুন ধারা সুচনা করেছে। নতুন এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় সম্পাদক, শ্রী অশোক সমাদ্দার, যিনি ছবিগুলিকে একটি ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করার ধারণাটি ডিজাইন করেছিলেন।

মাননীয় সভাপতি ড.মানস চক্রবর্তীর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে প্রদর্শনী শুরু হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আমাদের প্রবীণ সদস্য শ্রী সুপ্রিয় চৌধুরী। অন্যান্য সম্মানিয় অতিথি, শ্রী সুব্রত বাইস্যাক, শ্রী তপন দাস, শ্রী দেবীদাস ব্যানার্জী, শ্রী সনৎ কুমার দাসও প্রদীপ জ্বালানোর জন্য সম্মিলিত হন। শ্রী চৌধুরী তার বক্তব্যে ক্লাবের জন্য শুভকামনা জানান। মাননীয় সম্পাদক, শ্রী অশোক সমাদ্দারও তার বক্তব্য রাখেন।

এই শুভ উপলক্ষে প্রথম এসকেপি ইন্টারন্যাশনাল স্যালনের মাননীয় বিচারকগণকে উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারও দেওয়া হয়। নিয়মানুযায়ী, সদস্যদের সন্তানদেরও উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয় যারা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় সফল হয়েছে। শ্রেয়ান দত্ত, একজন সদস্যর ছেলে, উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সংবর্ধিত হয়েছেন।

প্রদর্শনীর শেষ দিনে সমস্ত সদস্য ক্লাব এর ভবিষ্যতের ফটোগ্রাফি সম্পর্কিত উদ্যোগের উপর একটি আলোচনায়

ক্লাবের খবর : ইজেল ২০২১

অ্যালবাম

খবরের ফেরিওয়ালা : শান্তনু চ্যাটার্জি

সাদা কাগজের উপর কালো অক্ষরে যে মুচমুচে খবরগুলো না পড়লে অনেকেরই দিন শুরু হয় না, তার পিছনের কাহিনী অনেক লম্বা। সারাটা দিনের প্রানান্তকর চেষ্টায় জড়ো করা খবর সাজিয়ে গুছিয়ে , স্বাদ-গন্ধ মিশিয়ে পাঠকের মনের মতো করে তোলা। তারপর ছাপার কাজ। এই খবর মানুষের হাতে তুলে দেওয়াটাই গল্পের শেষ অঙ্ক। প্রতি ঋতুতে, যখন ঘুমিয়ে থাকে গতকালের জীবন, তখন প্রতিটা কাকভোরে তাদের জেগে ওঠার গল্প তৈরি হয় কিছু মানুষের হাতে। কখনো রেলের স্টেশনে ফেলে দিয়ে যাওয়া সংবাদের পাহাড়, কখনও বা রাস্তার ধারে হাতে হাতে গুছিয়ে নেওয়া হরেকরকমের কাগজ। তারপর সাইকেল, বাইকে চেপে মানুষের জীবনে গতকাল বেঁচে ওঠে "আজ" হয়ে।

জীবনের আর এক নাম মৃত্যু : অর্পিতা ঘোষ

কে বেশি দামী জীবনের কাছে? সে কি জীবন নিজেই? না কি মৃত্যু তার দাম বুঝে নেয় ঐ জীবনের কাছেই? জীবন তো প্রতিনিয়ত উথালপাথাল ঢেউয়ে ভেসে থাকা এক অস্তিত্ব ! সেখানে একের সঙ্গে অন্যের দেখা হয় এক এক রাস্তার বাঁকে। আর এক একটা বাঁক আলাপ করিয়ে দেয় আর এক নতুন জীবনের সঙ্গে। হয়তো এভাবেই এগিয়ে যাওয়া যায়। সবকিছুকে মৃত্যুর কাছে ঘুম পাড়িয়ে চলে যাওয়া যায় দূরে কোথাও ! শুরু আর শেষের সীমানা পার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর এক নতুন বন্ধু। হয়তো তাই জীবনের আর এক নাম -মৃত্যু।

শাপমোচন : সায়ন্তন চক্রবর্তী

অবশেষে দীর্ঘ .২ বছর পর স্কুলের গেটে সাইকেলের সারি। আবারও ক্লাস শুরু হওয়ার দিন এসে গেল।। আলমারি বন্দী ইউনিরফর্মটার একটা নতুন শুরু । ধুলো পড়া জুতোটার স্কুলের বারান্দায় আবার সরব পদাচারণা। তবু শুরুর সকালটা ছাত্র-শিক্ষক-অবিভাবক মহলের কাছে খুব একটা সহজও ছিলো না। শহরের এমনই একটি স্কুলে গিয়ে শুরুর দিনের যে ছবি উঠে এলো, তার কিছু মুহূর্ত নিয়ে - নিও নর্ম্যাল স্কুল। ।

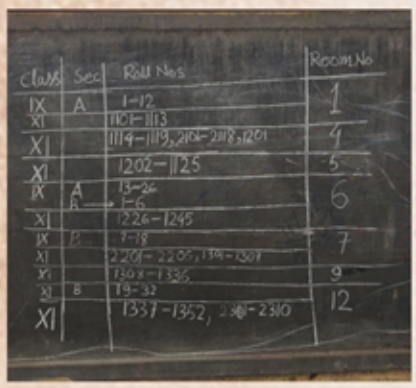

পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি

পোর্ট্রেট [PSA-PIDM (মনোক্রম/কালার)]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

পি.এস.এ. গোল্ড
ড্রিম
মিলাগ্রস গঁল
ব্রাজিল

এস.কে.পি. গোল্ড
আতিমি দি আমোর
রেনজো মাজোলা
ইতালি

এস.কে.পি. সিলভার
ওয়ার্কিং
শেঙ হাও লি
তাইওয়ান

এস.কে.পি. ব্রোঞ্জ
দেস্পারেদো
স্টিভ প্রোক্টর
ইংল্যান্ড

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
ক্যাপ সিলভানো
উম্বার্তো দিরামো
ইতালি

পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি

পোর্ট্রেট [PSA-PIDM (মনোক্রম/কালার)]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
লুসি
রাউ মাইকেল
ফ্রান্স

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
দ্য ক্লাউন কার্লোস
ফ্রিয়াস পেরেজ
স্পেন

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
ওয়ারিয়র
রিরাম নাইনি
ভারত

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
ম্যান উইথ দ্য সিগারেট
পল জেমস ওয়েলস

অনারারি মেনশন
GIA LANG LE HOI CONG CHIENG
হোয়াই ক্যান দো ত্রঙ্গ
ভিয়েতনাম

পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি
পোর্ট্রেট [PSA-PIDM (মনোক্রম/কালার)]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

অনারারি মেনশন
ড্রিপিং ইন মাড
ফ্রান্সিস কিং
কানাডা

অনারারি মেনশন
চাইল্ড লাইক
প্রসেনজিত হানস
ভারত

অনারারি মেনশন
ওম্যান ইন ব্ল্যাক স্কার্ফ
জাহারা আলখাওয়াহার
ইউএসএ

অনারারি মেনশন
ফকির
সুরেশ বাঙ্গেরা
ভারত

অনারারি মেনশন
বাবাজী
কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
ভারত

পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি
ম্যান এবং/অথবা ওম্যান এবং অথবা চাইল্ড
[PSA-PIDM]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

পিএসএ গোল্ড
জার্নি উইথ জুট
জয়দীপ দেব
ভারত

এসকেপি গোল্ড
চেস ইন দ্য পার্ক ২০১৯-০৬
ভলকার মেইনবার্গ
জার্মানি

এসকেপি সিলভার
লাভ
ব্যারি ওঙ্গ
হঙকঙ

এসকেপি ব্রোঞ্জ
ওয়ার্ম টাইম ১০
ইম কাই লিওঙ
ম্যাকাউ

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
আলপনা
কৃষ্ণা সেনগুপ্ত
ভারত

পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি
ম্যান এবং/অথবা ওম্যান এবং অথবা চাইল্ড
[PSA-PIDM]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
ভিলেজ ওম্যান উইথ গোট বি
সুরেশ বাঙ্গেরা
ভারত

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
টিবেটান অ্যারো ফেস্টিভ্যাল ১০
আর্নাল্ডো পাওলো চে
হঙকঙ

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
ওল্ড ফার্মার কাপল
অ্যাসবর্ন এম ওলসেন
নরওয়ে

সার্টিফিকেট অফ মেরিট
স্টাইকেম
ড্যানিয়েল লাইবার্ট
নেদারল্যান্ড

অনারারি মেনশন
গ্যাব্রিনি মুগুরজা উইম্বল্ডন চ্যাম্পিয়ন
ডেভিড কীল
ইংল্যান্ড

পুরষ্কার প্রাপ্ত ছবি
ম্যান এবং/অথবা ওম্যান এবং অথবা চাইল্ড
[PSA-PIDM]

বিচারক মন্ডলী

রাজদীপ বিশ্বাস, GMPSA, EFIAP অশোক সমাদ্দার, EPSA, EFIAP অভীক শেঠ, EPSA, EFIAP

অনারারি মেনশন
টু এনরেজ
চাউ ইয়ুক ফাঙ
হঙকঙ

অনারারি মেনশন
ফিল আ প্রেক্সিপশন
হেঙ-হাও লি
তাইওয়ান

অনারারি মেনশন
গার্ল উইথ আ সানফ্লাওয়ার
বিয়াটা রসিক
রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড

অনারারি মেনশন
ফার্স্ট ডে
রাউ মিচেল
ফ্রান্স

অনারারি মেনশন
কিড উইথ গোট
অনিরুদ্ধ দাস
ভারত

১ম সপ্তাহ

ছবির নাম : মুঠো ফোনে অন্য রকম কলকাতা
ছবি: সুদীপ্তা দাস ব্যানার্জী
বিচারক: অশোক সমাদ্দার, ইপিএসএ,ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

২য় সপ্তাহ

ছবির নাম : অ্যান আনফোল্ড ফিলিং
ছবি: সৌমো কে দাস
বিচারক: সুপ্রতীম রায় চৌধুরী, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

৩য় সপ্তাহ

ছবির নাম : ন্যাচারেন
ছবি: দেব কুমার ব্যানার্জী
বিচারক: কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

৪র্থ সপ্তাহ

ছবির নাম : ব্যাক টু হোম
ছবি: প্রিয়াঙ্ক মৈত্র
বিচারক: কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

৫ম সপ্তাহ

ছবির নাম : অপেক্ষা
ছবি: সুস্মিতা দত্ত
বিচারক: অশোক সমাদ্দার, ইপিএসএ,ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

১ম সপ্তাহ

ছবির নাম : অ্যান আনটোল্ড ফিলিং
ছবি: সৌমো কে দাস
বিচারক: রুদ্র মনোহরন, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

২য় সপ্তাহ

ছবির নাম : সরপঞ্চের পোর্ট্রেট
ছবি: নিপেন্দ্রনাথ সরকার
বিচারক:

৩য় সপ্তাহ

ছবির নাম : কুয়াশার মধ্য দিয়ে
ছবি: নিপেন্দ্রনাথ সরকার
বিচারক: কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি

৪র্থ সপ্তাহ

ছবির নাম : সুখী গৃহকোণ
ছবি: সায়ন্তন চক্রবর্তী
বিচারক: সুপ্রতীম রায় চৌধুরী, ইফিয়াপ, ইএফ আইপি